ভোরের কাগজ

AUG. 1 0 1999

ভেটেরিনারী কলেজের সেমিস্টার সিস্টেমের জটিলতা প্রসঙ্গে

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজ ভেটেরিনারী শিক্ষা সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষার দাবিদার। বর্তমানে বাংলাদেশেও বেটেরিনারী শিক্ষার গুরুত্ব বহু গুণে বেড়ে গেছে। চালু হয়েছে উন্নত প্রযুক্তি। চট্টগ্রাম (ও সিলেট) ভেটেরিনারী কলেজে সেমিস্টার ও ক্রেডিট সিস্টেম চালু আছে। নিঃসন্দেহে এই উন্নত পদ্ধতির উদ্যোগের জন্য কর্তৃপক্ষ প্রশংসার দাবি রাখে। আমি চট্টগ্রাম সরকারি ভেটেরিনারী কলেজের একজন ছাত্র। আমাদের কলেজের বিধান অনুযায়ী ছয় মাসে এক সেমিস্টার বিবেচ্য হয়। অর্থাৎ দুই সেস্টারে এক বর্ষ। এই হিসেব অনুযায়ী প্রতি এক বছর অন্তর অন্তর ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। প্রকৃত সেমিস্টার সিস্টেমে ছয় মাস পর পর ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। যা আমাদের দেশের একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বেলায় সম্ভব হয়ে ওঠে না। মূল জটিলতা ওখানেই। একটু ব্যাখ্যা করলে সহজে জটিলতাটা ধরা পড়ে। কলেজর বিধানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে 'প্রথম বর্ষে ৩২ ক্রেড়িট (প্রথম সেমিস্টার ১৬ ক্রেডিট + দ্বিতীয় সেমিস্টারে ১৬ ক্রেডিট)-এর মধ্যে কমপেক্ষ ২৮ ক্রেডিট পাস করতে হবে। কেউ যদি কমপক্ষে ২৮ ক্রেডিট পাশ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে ফেল বলে গণ্য করা হবে।' (উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'ক্রেডিট সিস্টেম' এই আলোচনার মূল বিষয় নয়)

এখন ধরা যাক, কোনো ছাত্র প্রথম সেমিস্টারে ১৬ ক্রেডিট নিয়ে পাস করলো, কিন্তু দ্বিতীয় সেমিস্টারে ৪-এর অধিক ক্রেডিট-এ ফেল করলো। অর্থাৎ বর্ষ শেষে রেজাল্ট দাঁড়াল ফেল।

এমতবস্থায় বিধান মতে সে দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্র। যেহেতু এখানে প্রতি এক বছর অন্তর ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয় কাজেই তখন দ্বিতীয় সেমিস্টার ফাঁকা থাকে। এই ক্ষেত্রে প্রথম সেমিস্টারের ছাত্ররা পাস করে দ্বিতীয় সেমিস্টারে না আসা পর্যন্ত তাকে দীর্ঘ ছয় মাস বসে থাকতে হবে। বিশ্বের কোথাও এই ধরনের পদ্ধতি চালু আছে বলে আমার মনে হয় না। যে কেউ বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখবেন যে, সত্যিই এতে প্রচুর জটিলতা রয়েছে।

তাই কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, এ ব্যাপারে যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা নেওয়া হোক। অন্যথায় পরবর্তী ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এই ব্যাপারটি নিয়ে মহাসমস্যায় পড়বে।

ওমর ফারুক
ডিভিএম, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার
চট্টগ্রাম সরকারি ভেটেরিনারী কলেজ
পাহাড়তলী